কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
ও
শিক্ষাসমস্যা।*

(প্রোফেসার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম এ কর্ত্তৃক লিখিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুবৃহৎ রিপোর্ট ধৈর্য্যসহকারে আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, কমিশনর মহোদয়েরা আমাদের দেশের শিক্ষাবিভ্রাটের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। শিক্ষাসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বিস্তর কথা রিপোর্টে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী ছাত্রের দোষগুণ, পরীক্ষাবিভ্রাট, স্ত্রীশিক্ষা, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজসমূহের পরিচালনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিষয়ে তাঁহাদের সুচিন্তিত, সুলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহারা ভারতক্ষেত্রে রোপিত পাশ্চাত্য-জগতের জ্ঞানবৃক্ষের মূলে ও শাখায় যথেষ্ট পরিমাণ জল-সেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে তাহার গুণে শুষ্কপ্রায় বৃক্ষ নবজীবন লাভ করিবে ও ফলে-পুষ্পে শোভিত হইবে। আমার কিন্তু মনে হয় যে সাময়িক চিক্কণতা ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই হইবে না।

ভারতের শিক্ষাবিভ্রাট পরীক্ষাবিভ্রাট-মাত্র নহে। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াও তদনুরূপ কিছুমাত্র ফল হয় নাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহার কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। Revd. W. E. S. Holland তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন :—

"Our University system, instead of encouraging the love of learning, kills it. And this is the more tragic because there can be few peoples who have more instinctive bent or gift for intellectual pursuits than the population of Bengal."

---

* বঙ্গবাসী কলেজ ইউনিয়নের ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত। (২২শে নভেম্বর ১৯১৯)

এরূপ কেন হইল ? যে দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র অধ্যয়নার্থী জ্ঞানলাভার্থে ছুটিয়া আসিত সে দেশের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিনাশ হয় এমন অঘটন-ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কি বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে প্রকাশ যে (১) স্কুলে শিক্ষাপ্রণালী ও (২) ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষাপ্রণালী ইহার জন্য দায়ী। স্কুলে মাষ্টার মহাশয়েরা পড়াইতে জানেন না এবং ছেলেরাও বাজে নোট ইত্যাদি পড়িয়া উচ্ছন্ন যায়। এতৎসম্বন্ধে কমিশনের অন্যতম সাক্ষী Mr Barrow বলেন :—

"The schools are the root of the whole trouble, and apart from the obvious defects due to lack of money, their deplorable results are due partly to the badness of the method of teaching English."

নোট পড়া সম্বন্ধে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রায় ললিতমোহন চ্যাটার্জ্জি বলেন :—

"The student depends even more largely on bazar notes and keys, because he has never acquired the power of accurate expression or of thinking for himself."

পরীক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কমিশনের রিপোর্টের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। পরীক্ষায় যে প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না, বি এ, এম এ, প্রভৃতি উপাধির মূল্য যে নিতান্তই uncertain ও elusive তৎসম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ কমিশন নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"We train a large number of students in history and test them by examination at the end of their course. Now by examination we are able to test their knowledge of what has been written by historians, and the capacity to read and analyse historical documents; but no written examination can prove that a man has gained the personal insight and

understanding as well as the erudition and intellectual grasp of facts essential for a historian. And it is specially in subjects like history and literature in which intelligence and feeling are so fused that the examination fails most to test with certainty what we wish the degree to connote in as many cases as possible."

ইতিহাসের নগণ্য ছাত্র আমি—কিন্তু আশৈশব পুরাণেতিহাস-পাঠে অসীম আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছি। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সমূহ পড়িতে পড়িতে বাল্যকালে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যৌবনে ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাস, ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস, বিসমার্কের নব জার্ম্মাণী-সংগঠনের ইতিহাস, রুসিয়ার অভিজাত-সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ইতিহাস, স্পেনে ধর্ম্মবিপ্লবের আখ্যান ইত্যাদি পড়িয়া অতীত যুগের কত চিত্র মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। কিন্তু পরীক্ষামন্দিরে বসিবামাত্র চিত্র ভাসিয়া গিয়াছে, সন, তারিখ, রাজা-'গজার' নাম স্মরণপথে আনিতে মাথার মগজ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গ্রীসদেশের অনুচ্চার্য্য জাতিবিশেষের নাম ইত্যাদি স্মরণ রাখিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। "Feeling" এবং "intelligence" যাহা ইতিহাস-পাঠের সহিত ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ বলিয়া কমিশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সে সকল পরীক্ষা-প্রসাদাৎ চুলায় গিয়াছে। কিন্তু কমিশন এত কহিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি? তাঁহারা কি পরীক্ষা তুলিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন? তাঁহারা পরীক্ষা তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী নহেন—নম্বর দিবার প্রণালীর উন্নতি করা উচিত ইহা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহাকেই বলে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"।

পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া হইবে না—তাহার কারণ পরীক্ষা তুলিয়া দিলে কি প্রকারে ছাত্রদিগের merit যাচাই হইবে ইহা কমিশন ভাবিয়া কূল পান নাই। সেই ফুট্-গজের মাপকাটি দিয়া বিদ্যার পরিমাপ করিতে হইবে, কিন্তু মাপকাটি সোণার হওয়া চাই—ইহাই কমিশনের সিদ্ধান্ত।

আপনারা জানেন যে প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পরীক্ষা হইত না। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ললাট

ডিগ্রীর ছাপ মারিয়া লোকের বিভ্রম উৎপাদন করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যে বিদ্যা তাহারা আয়ত্ত করিয়াছে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় দিলে তাহাদিগের আদর হইত। আজকালকার মত face-valueতে তখন কুলাইত না—কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যাবত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। কাজেই গিনি-সোণা বাহির হইয়া পড়িত, মেকী ধরা পড়িত।

কমিশন পরীক্ষার প্রতি যতই বিরাগ প্রদর্শন করুন না কেন, বাজার-নোট যতই তাঁহাদের চক্ষুঃশূল হউক না কেন, যতদিন এদেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন না হইবে ততদিন পরীক্ষা চালাইতেই হইবে ও যতদিন পরীক্ষা চলিবে ততদিন বাজার নোটেরও পশার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কমিশনের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে কলেজ-সমূহে অধ্যাপকের বক্তৃতা-শ্রবণ বাধ্যকর না হইলে খুব কম ছাত্রই কলেজে আসিত, ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষা না থাকিলে স্কুলেরও attendance অতি কম হইত—যতই বড় অধ্যাপক বা শিক্ষক হউক না কেন। কমিশন রিপোর্টে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী ছাত্রেরা সাধারণতঃ passive ভাবে বক্তৃতা শোনে—তাহাদের প্রাণ শিক্ষার বিষয় হইতে দূরে থাকে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে ছাত্রেরা উৎকর্ণ হয় যখন অধ্যাপক তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন, অর্থাৎ feeling জাগাইতে পারেন। রোমে Patrician ও Plebeian দিগের বহুবর্ষব্যাপী Constitutional struggle বাঙ্গালী ছাত্রের feeling জাগায়,—যখন অধ্যাপক দেখাইতে পারেন যে বর্ত্তমান ভারতেও ঐ প্রকার struggle চলিতেছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বৈষম্য-সত্ত্বেও ভারতে এই দুই জাতির মধ্যে বিরোধ কেন হয় নাই তাহারও অবতারণা করিয়া intelligence জাগাইতে হয়। কিন্তু পরীক্ষা মন্দিরে এ সকলের স্থান কোথায়? একবার মনে করিয়া দেখুন যদি রোমের ইতিহাস পাঠ্য না হইয়া ভারতের জাতীয় ইতিহাস—যাহা আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে নিহিত আছে—তাহাই পাঠ্য থাকিত; আমার মনে হয় তাহা হইলে feeling জাগাইতে, intelligence এর উন্মেষ করিতে এত আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। আমি অবশ্য বলি না, যে এদেশীয় ছাত্রের নিকট রোমের ইতিহাসের কোনো মূল্যই নাই। আমার প্রতিপাদ্য এই যে প্রধান পাঠ্য ভারতের জাতীয়

ইতিহাসের এবং তাহারই illustration স্বরূপে, কেবল তুলনায় সমালোচনার জন্ত, রোম, গ্রীস বা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ্য থাকা উচিত।

ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধেও আমার ঐ বক্তব্য। সেক্ষপীয়র পড়িয়া কেহ অবশ্য ইংরাজী শেখে না—cultureএর জন্তই আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে সেক্ষপীয়র, মিল্টন, ব্রাউনিং পড়ানো হয়। কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রের প্রকৃত culture চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বা মাইকেল, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথে যাহা হইবে, বিদেশীর লিখিত বিদেশী ভাবময় কাব্যে তাহা হওয়া অসম্ভব। Corporal Nymএর ভাঁড়ামি বা গবামি আমাদের দেশের ছাত্রদিগের দুর্ব্বোধ্য এবং তৎকারণ অপ্রীতিকর—তাহারা বরং বিদূষকের বা গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামি appreciate করিবে। অবশ্য যাহা চিরন্তন, যাহা জাতিনির্বিশেষে, আপামর-সাধারণের প্রীতিকর এমন অনেক জিনিষ ইংরাজী কাব্যে আছে। কিন্তু এই সকল কাব্যের বোধ হয় বারো আনা রকম জিনিষ আমাদের দেশের পাঠকের নিকট অকিঞ্চিৎকর। আবার অনেক ইংরাজী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে যাহার টীকা-টিপ্পনী মুখস্থ করিতে আমাদিগের দেশের ছাত্রেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যায়—কিন্তু তাহা কাব্য-হিসাবে আমাদের দেশের অনেক কবির ক্ষুদ্র কবিতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রবিবাবুর ছোট ছোট অনেক কবিতার সমতুল্য কবিতা ইংরাজীতে অধিক আছে কিনা তাহা সুধীবর্গই বিবেচনা করিবেন।

ইংরাজী আমাদের রাজভাষা—কাজেই অনেক বিষয়ে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ইংরাজী শিখিতে হয়। আমাদের স্কুল-কলেজে ইংরাজীর working knowledge দিবার প্রয়াস খুব কমই হয়। অধিকাংশ সময়ই নিরর্থক জ্ঞানলাভ-প্রয়াসে ব্যয়িত হয়—তাহাতে না হয় culture, না হয় শিক্ষা।

আমি মনে করি যে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা আমাদের স্কুল-কলেজে যদি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হয় এবং আধুনিক ইংরাজীতে বলিবার ও লিখিবার ক্ষমতা জন্য এই প্রকারের ইংরাজী পুস্তকমাত্র অধীত হয় তাহা হইলে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। অর্থাৎ, বর্ত্তমান বিজাতীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে National Educationএর প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে আবার ভারতে প্রকৃত জ্ঞানবিস্তার

উন্মেষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় তখন love of learning এর বিদ্যালয় করিয়া উহার সম্প্রসার করিতে সমর্থ হইবে।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য বিস্তর রহিল। বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতে পারিলাম না। আপনাদের অনুমতি হইলে ভবিষ্যতে আরও কিছু বলিবার আশা রহিল।

স্মৃতি-সঞ্জীবনী।

(প্রোফেসার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী কর রচিত)

হাসি হাসি মুখখানি স্বর্গীয় সুষমা
ত্রিদিবের পবিত্রতা ধরার গরিমা,
মুখ প্রান্তে দোল দোল অলক-কুন্তল
মুকুতা দশনপাঁতি কুন্দ নিরমল
আধ আধ মধুবুলি সে চারু বয়ানে
অধরে বিজলী-খেলা জাগ্রতে শয়ানে,

পেলব পরশ-সনে অমিয়ের ধার
জড়াইত গলা যবে করি আবদার ;
সেই স্বর্গ নিরমল ত্রিদিবের ফুল
তেমতি জীয়ায়ে আছে স্মৃতিতে অতুল !
তেমনি কোমল করে, তেমনি সৌরভে
তেমনি সোহাগভরে তেমনি গরবে,
এ হৃদয় আমোদিছে তেমনি পুলকে
সঞ্জীবনী সুধাধারে স্মৃতির ফলকে ;